কমলেকামিনী।

শ্রীকানাই লাল মিত্র

প্রণীত।

শ্রীদৈবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩৩ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন দাস এণ্ড কোম্পানির সাএন্স প্রেসে
শ্রীদেবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১লা জ্যৈষ্ঠ। সন ১২৮৩ সাল।

কমলেকামিনী।

শ্রীকানাই লাল মিত্র

প্রণীত।

শ্রীদৈবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩৩ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন দাস এণ্ড কোম্পানির সাএন্স প্রেসে

শ্রীদৈবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১লা জ্যৈষ্ঠ। সন ১২৮৩ সাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার

সংখ্যা ২৯৫৬

সংখ্যা ২৯৫৬

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ সিংহ।

মাতুলমহাশয়-কর-কমলে

কমলেকামিনী

উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

সংখ্যা ২১২৫৬

কমলেকামিনী।

অপার অনন্ত জলধির জলে,
এলায়ে নিবিড় জলদ কুন্তলে,
কে তুমি কামিনি কনক কমলে
রয়েছ দাঁড়ায়ে চিত্তবিনোদিনি ?

নিরখিয়া এই ভীম পারাবার,
নিরখিয়া ঢেউ পর্ব্বত আকার,
হয়না কি তব ভয়ের সঞ্চার
কোমল হৃদয়ে কমল বাসিনি ?

(২)

দুরন্ত দুর্জ্জয় কুম্ভীর মকর,
ঘুরিতেছে সদা ক্ষুধায় কাতর,
পুরেনা কখন যাদের উদর,
এবিপুল বিশ্ব করিলে ভক্ষণ ;

যাদেরি কবলে এ অগাধ জলে,
ভারত ভুবন গেছে রসাতলে,
এ অগাধ জলে যাদেরি কবলে
মূর্চ্ছাগত ক্লাস অমর জীবন।

(৩)

সেই সে প্রচণ্ড নির্দ্দয় হৃদয়,
রিপুগণে তুমি না করিয়া ভয়,
নাহি জানি ভদ্রে কিসের আশয়,
কমলে দাঁড়ায়ে কমলে কামিনী—

গুণিতেছ ঢেউ মহা পারাবারে,
অপাঙ্গে হেরিছ কৃতান্ত সবারে,
মহানন্দে কভু কভু অশ্রধারে,
তুমি কি গো সতি স্বতঃ পাগলিনী ?

(৬)

তপোবন মাঝে যে সুধা ভাণ্ডার,
ভূপ ভাগ্যধর করি অধিকার,
গলেতে পরিল বনফুল হার,
দেবতা দুর্লভ মেনকা নন্দিনী ;

ও'দিকে আবার যে সুধা ভাণ্ডার,
'মিরাণ্ডা' লভিয়া নৃপতি কুমার
মবতে করিল স্বরগে বিহার,
অরণ্য ভিতরে কমলে কামিনী।

(৭)

সেই সুধাময়ী প্রতিমা রূপিনী,
মরতে স্বরগ তুমি বিনোদিনি,
কোন পথ দিয়া আসি একাকিনী,
এই সে করাল কালান্ত সাগরে,

কমল আসনে চরণ রাখিয়া,
কভু বা হাঁসিয়া কভুবা কাঁদিয়া,
যেতেছ তরঙ্গে ভাষিয়া ভাষিয়া,
তোমায় কি মন্ত্র শিখালে অমরে ?

(৮)

অথবা নিতান্ত হয়ে জ্বালাতন,
করেছ কি সাধ্বি হেথা আগমন,
এহেন প্রতিমা দিতে বিসর্জ্জন
অদিনে দশমী দেখাতে আমারে ?

দেখ দেখ ভদ্রে কমল তোমার,
তরঙ্গ প্রহারে বুঝিবা এবার,
চারু কলেবর লুকাইল তার
এই সে বিশাল মহা পারাবারে।

(৯)

ডুবে সে ডুবুক্ কিবা দুঃখ তায়,
জড় সে ডুবিলে কেবা দুঃখ পায়,
কিন্তু সে ডুবিলে তোমার উপায়,
কি হবে গো বল অয়ি সুবদনি ?

সহকারি-চ্যুত ধরনী লুণ্ঠিত
কোথায় মাধবী রয়েছে জীবিত ?
কমল বিহনে তাই সে নিশ্চিত
একাল সাগরে ডুবিবে কামিনি।

(১০)

আমরি এহেন মাধুরী মধুর!
এহেন নবীন যৌবন অঙ্কুর !
এহেন নিবিড় চিকন চিকুর !
এহেন স্বর্গীয় সুধার ভাণ্ডার !

সব যাবে হায় একাল সাগরে,
তোমার গো সতি জনমের তরে
এই অভাগার নয়ন উপরে,
এও কি অদৃষ্টে ছিলরে আমার ?

(১১)

তাহবেনা কভু পরাণ থাকিতে,
তোমায় সুন্দরি দিবনা ডুবিতে,
এঠাঁই তোমায় হইবে ত্যজিতে,
জলকেলী ঠাঁই এনয় তোমার ;

বলিতে হৃদয় যায় যে বিদরি,
তথাপি তোমায় বলিব সুন্দরি,
হারায়েছি আমি কেমনে কি করি,
এ সাগর মাঝে কি ধন আমার।

(১২)

নির্ম্মল আকাশে মৃদুল সমীরে,
আশার মন্ত্রণা শুনি ফিরে ফিরে,
ধীরে ধীরে ধীরে এই সিন্ধুনীরে,
লাভাশয়ে হায় আমি দুবাশয় !

কত যে সাধের সোনামুখী তরী,
বানিজ্য করিতে ভাসানু সুন্দরি,
কতই সামগ্রী পরিপূর্ণ করি,
জানেন বিধাতা—আর কেহ নয়।

(১৩)

ভাষিল যে তরী অমনি গগণ,
ঘোর অন্ধকারে হলো নিমগন,
উঠিল নিঠুর প্রবল পবন,
তরঙ্গে ডুবিল তরী সে আমার ;

আবার মৃদুল মৃদুল বাতাস,
বাহিল উপরে হাঁসিল আকাশ,
আবার শুনিনু আশার আশ্বাস
ভাষানু সাগরে তরনী আবার।

(১৪)

আবার গগণ ডুবিল আঁধারে,
ছুটিল পবন ভীষণ হুঙ্কারে,
আবার তরঙ্গ উঠি পারাবারে
ডুবালে সাধের তরনী আবার –

এইরূপে হায় যা ছিল আমার,
আশার মন্ত্রণা শুনি বার বার,
দিয়াছি সঁপিয়া জলধি মাঝার,
আমার বলিতে নাহি তৃণ আর।

(১৫)

সেই মায়াবিনী এই সর্ব্বনাস
করেছে আমার ধ্রুব বিশ্বাস,
তবুও যে সতি আমি তার দাস,
হইয়া লুটাই সে রাঙ্গাচরণে ;

কিলজ্জা বলিতে হা ধিক ! হা ধিক !
এখন ও যে তারে প্রাণের অধিক,
ভাল বাসি আমি অভাগা বণিক
কেন ভাল বাসি কহিব কেমনে !

(১৬)

কেন ভাল বাসি ভাল বাসা জানে,
আর কেহ তাহা জানেনা এখানে,
যুগ যুগান্তর দর্শন সন্ধানে,
যার তত্ব কভু না পায় মানবে ;

আমি জানি স্থধু যা জানে সকলে,
নেহারি তাহার বদন কমলে,
যে স্থখ পাইগো অবনী মণ্ডলে,
সে স্থখের তুল সে স্থখে সম্ভবে।

(১৭)

গিয়াছে যে ধন সেবা কোন ছার,
পারি বিসর্জ্জিতে জীবন আমার,
যদিগো স্থন্দরি এবে একবার,
পাইসে মুখের মধুর হাসনি ;

যে হাঁসি সে হাঁসি তুষিল আমায়
ধীর সমীরণে যত বার হায়,
ভাষানু তরণী তাহার কথায়
সেই হাঁসি তার—অয়ি স্থবদনি।

(১৮)

এক বার সতি এক দণ্ড কাল,
হোক্ সে প্রসন্ন ঘুচুক্ জঞ্জাল,
এক বার সতি এক দণ্ড কাল,
হাঁসুক্ সে আমি দেখি আঁখি ভরে ;

সে হাঁসিলে সতি হাঁসিবে গগণ
আর না তাপেতে দহিবে তপন
ফুটিবে কুসুম নয়ন রঞ্জন
বরষায় হবে বসন্ত অন্তরে।

(১৯)

কিন্তু যে অবধি এদশা আমার,
সে অবধি সে যে তুষিল না আর,
হাঁসিয়া সে হাঁসি, একি ব্যবহার !
প্রণয় কি সতি সম্পদের বশ ?

ভানয় ভানয় দরিদ্রতা তরে,
সে আমারে কভু ঘৃণা নাহি করে,
হেরি অভাগারে বিপদ সাগরে,
প্রেম ভরে তার বদন বিরস।

(২০)

যা হোক্ তা হোক্ ক্ষতি নাই তায়,
তার ভাল বাসা নাবাসা আমায়
গণিনা সুন্দরি—কেবা কবে হায়!
ভাল বাসা আশে ভালবাসে ফলে ?

ভাল বাসা আশে নাহি বাসি ভাল,
ভাল বাসি তায় বাসি চিরকাল,
কে জানে সম্পদ্ বিপদ্ জঞ্জাল,
কে জানে সাগরে—কূলে কি অকূলে।

(২১)

এই দেখ তার ধরিয়া চরণ,
একাল সাগরে আজিও এখন,
জীয়ে আছি সতি হইনি মগন,
ধন লয়ে সেজে দিয়াছে জীবন ;

কিন্তু এ জীবনে কিবা কায আর,
কোন পথে গেছে জীবিকা আমার!
তবু যে বিচ্ছেদ ভয়েতে গো তার
মরিবার সাধ উঠেনা কখন।

(২২)

জানি আমি সেযে কেবল ছলনা,
মরিচিকাময়ী অলীক কল্পনা,
জানি আমি সতি সেই সুলোচনা
ঘটাকাশে সুধু আকাশ কুসুম ;

মুকুতার লতা এচিত্ত কাননে,
কুসুমিত যাহা হবেনা জীবনে,
ছায়ার আকৃতি মানস দর্পণে
আকাশের গায় কাশ্মীরী কুঙ্কুম।

(২৩)

হোক্ তায় সতি কি ক্ষতি আমার,
সুস্বপনে সুখ নাহি হয় কার ?
সে স্বপন ভঙ্গে কেবা পুনর্ব্বার
চাহে না ঘুমাতে দেখিতে স্বপন?

কোথা তবে সুখ জড়ে কি অন্তরে,
লোকালয় কিম্বা দুর্গম প্রান্তরে,
ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য ভিতরে
কোথায় গো সতি তার নিকেতন ?

(২৪)

বহুদিন হ'ল শরতের শশী,
প্রাসাদ উপরে দেখিতাম বসি,
সুনীল আকাশে হাঁসিত রূপসী,
ভাসিত মানস সুখ-সিন্ধু নীরে ;

আজিও শরতে সেই শশধর,
আজিও শরতে সেই নীলাম্বর,
লোকে বলে আছে আজিও সুন্দর,
আমি দেখি তারা ডুবেছে তিমিরে।

(২৫)

কোথা তবে সুখ বল গো ললনে,
মানসে কি সেই শশাঙ্ক বদনে,
ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য ভবনে,
কোথা তবে সুখ নিবসতি করে ?

আদি কাল হ'তে খুজিতেছে নর,
জলে স্থলে বনে দেশ দেশান্তর,
পেয়েছে কেবল ঋষি পুণ্যধর,
কোথা তবে সুখ জড়ে কি অন্তরে ?

(২৬)

সুখ সে মানসে প্রাণ রূপে স্থিত,
পরমাত্মা সনে রয়েছে মিলিত,
ভবিষ্যে তাহার ভবন নিশ্চিত,
ভূত বর্ত্তমান পর্য্যটন-ভূমি ;

এসেছে গো সতি তোমার সহিত,
তোমার সহিত যাইবে নিশ্চিত,
ফিরিয়া আলয়ে পুলকে পূরিত
সাথে করি যদি লয়ে যাও তুমি।

(২৭)

কেন তবে আশা করিব বর্জ্জন ?
হোক্ মরিচিকা,—সুখের কারণ
জাগরণে মোর জীবন্ত স্বপন,
জীবন থাকিতে ভাঙ্গিবার নয় ;

জীয়ে আছি আমি তার পদাশ্রয়ে,
তুমি কেন সতি কোন দুঃখ সয়ে,
এহেন সাগরে এ হেন সময়ে,
হের অন্ধকার ত্রিভুবন ময় ?

(২৮)

এ যৌবন কালে ও রূপের ঘরে,
অবলা অজ্ঞান সরল অন্তরে,
সুধা ভাণ্ডারের চাবি লয়ে করে,
"এই নেও ধর" বলিছ আমায় ?

দিওনা দিওনা ও চাবি আমারে,
তরঙ্গ সঙ্কুল এই পারাবারে,
দিওনা দিওনা ও চাবি আমারে,
দিওনা ভুজঙ্গে মাণিক মাথায়।

(২৯)

যাও তুমি সতি ত্যজিয়া এঠাঁই,
সম্ভোগের দ্রব্য হেথা তব নাই,
বিষম সাগর বিষম সদাই,
বিহারের স্থান এনয় তোমার ;

থাক্ পারিজাত নন্দন কাননে,
বিস্তারি সুরভি তুষি দেব গণে,
চাহিনা তাহারে চাহিনা অরণ্যে
কামিনি-কুসুম চাহিনা আমার।

(৩০)

যাও তুমি সেই অট্টালিকা মাঝ,
পরিবে যথায় পরির সুসাজ,
রত্ন অলঙ্কারে করিবে বিরাজ,
রূপের সাগরে ভোগের সাগর—

মিলিছে যেখানে আহা মরি মরি!
সেই সন্ধি স্থলে দাঁড়াও সুন্দরি,
বারেক এঠাঁই পরিহার করি,
দেখি হয় কি না দৃশ্য মনোহর।

(৩১)

না না না হ'লনা সাজিল না সতি,
এখানে তোমার সোনার মূরতি,
হয়েছে মলিন—যাও শীঘ্র গতি
অন্য ঠাঁই তুমি ত্যজি এ আবাস;

নিদ্রা নাই হেথা কোমল শয়ন,
ঘর্ম্ম নাই হেথা পাথার বীজন,
ক্ষুধা নাই হেথা রসনা রঞ্জন
সুমিষ্ট সুখাদ্য আছে বারমাস।

(৩২)

তোষ নাই হেথা বাজিছে মৃদঙ্গ,
নাচিছে নর্ত্তকী করিতেছে রঙ্গ,
উঠিছে প্রবল হাসির তরঙ্গ,
ধাইছে পতঙ্গ পুড়িতে অনলে ;

কমলে এখানে নাহিক সুঘ্রাণ,
এখানে তোমার বাঁচিবে না প্রাণ,
যাও তুমি সতি ত্যজি এই স্থান,
বিলাসের নাম প্রণয় কে বলে ?

(৩৩)

দেখিল না সতি যে বিলাস দাস
কোথায় সে মূর্খ করিছে নিবাস,
ফেলিল না হায় একটি নিশ্বাস,
দুঃখিনী ভারত জননীর তরে ;

সেই নরাধম করে কি কখন,
কমলে কামিনী রূপ দরশন ?
অসুরের তরে নহে কদাচন
স্বরগের সুধা অবনী ভিতরে।

(৩৪)

উদ্যানেতে তার হোক্ বজ্রাঘাত,
বীন্ পাখোয়াজ হোক্ ভস্মসাত,
লক্ষ্ণৌঠুংরি যাউক্ নিপাত,
লুপ্ত হোক্ দেখি বিলাসের নাম ;

জীবনেতে তার কোন্ প্রয়োজন,
বিলাস যাহার বীজ মন্ত্র ধন,
দেখে না যে কভু মেলিয়া নয়ন
ভারতের চক্ষে অশ্রু অবিশ্রাম।—

(৩৫)

অশ্রু অবিশ্রাম বর্ষ সপ্ত শত,
বরষি জননী বিধবা ভারত
"হা হতোস্মি" মুখে বলেন নিয়ত
কাল সিন্ধু তীরে মুমূর্ষু পড়িয়া ;

সপ্ত শত বর্ষ এই সে রোদন,
এক দিন তরে না করি শ্রবণ
যে পামর মতি বিলাসে মগন
মৃদঙ্গ বাজায় হাঁসিয়া হাঁসিয়া।—

(৩৬)

প্রক্ষালিয়া পদ তার সে রুধিরে,
যাও তুমি সতি কৃষির কুটীরে,
শোভিবে দ্বিগুণ এ অমূল্য হীরে,
অন্ধকার মাঝে উজ্জ্বল আভায় ;

এখানে কমল অতি নিরমল,
সম্ভোগের দ্রব্য অন্নআর জল,
এখানে সাগর হয় না চঞ্চল,
ইতিহাস সে ত জানিতে না পায়।

(৩৭)

জানিতে না পায় কেমনে দুর্জ্জন
দস্যু ডেরায়স্ লুটিল রতন,
আসি এ ভারতে, শুনেনা কখন
সোমনাথ শিব কে ভাঙ্গিল কবে ;

জানে না যে দুষ্ট ঘোরি দুরাচার,
কেমনে ভারতে আসিয়া নবার,
লুটিল অমূল্য রতন ভাণ্ডার,
তুল নাহি যার এ বিপুল ভবে।

(৩৮)

জানেনা যে জন কজন যবন,
কাড়ি নিল বঙ্গে রাজ সিংহাসন,
পলাইল রাজা না করি ভোজন,
কলঙ্কের ডালি করিয়া মাথায়;

দেখিল না কভু যে অন্ধ নয়ন
কি রক্তে উদয় ইস্লাম্ তপন
কেমনে বা পুনঃ হ'ল অদর্শন
সুদিনে কুদিনে কাহার প্রভায়।

(৩৯)

কেমনে গো সতি বিদেশী বণিক,
আজি এ ভারতে ভূপতি অধিক,
কেমনে গো হায় হা ধিক! হা ধিক!
চিরদিন মোরা দলিত চরণে;

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

(৪০)

ধন্য হে কৃষক তুমি ধন্য ভবে,
এ স্বর্গীয় সুধা তোমাকে সম্ভবে,
ধর তবে নেও অতুল বৈভবে,
রাজা হও তুমি কুটীরে আপন ;

রাজা হও তুমি কুটীর মাঝার,
রাণী হবে এই রমণী আমার,
মঞ্চ সিংহাসনে আনন্দ অপার,
নয়নে নয়নে রহিবে দুজন।

(৪১)

রহিবে দুজন সরল সরলা,
প্রণয় হারেতে সুশোভিয়া গলা;
নাহি রবে জ্বালা নাহি রবে মলা,
সুখ নিদ্রা কভু নাহি হবে ভঙ্গ ;

শ্রান্তিতে তৃষায় সুখেপি'বে নীর,
ক্ষুধা পেলে অন্ন খাবে হয়ে স্থির,
কাল স্রোতে সুখে ঢালিবে শরীর
উঠিবেনা তায় একটি তরঙ্গ।

কমলেকামিনী।

(৪২)

যাও তবে সতি যাও সেই স্থানে,
জনমের মত পাইবে যেখানে,
বিমল আমন্দ কোমল পরাণে,
এক দিন তরে হবেনা দুঃখিনী ;

যাও তবে শীঘ্র কর পরিহার,
এই সে আমার ভীম পারাবার,
বিহারের স্থান এনয় তোমার,
তরঙ্গে কেন গো কমলে কামিনি ?

(৪৩)

আর না আর না যাও শীঘ্র যাও,
ভাসিয়া আনন্দে চাষারে ভাসাও,
হাঁসিয়া কুটীরে তাহারে হাঁসাও,
নাশিয়া ভরতে তিমির গভীর,

আর না আর না যাও শীঘ্র যাও,
কেন মিছে কাঁদি আমারে কাঁদাও,
বাচিয়া পরাণে চাষারে বাঁচাও,
তোমা তরে চাষা হয়েছে অধীর।

(৪৪)

চেয়ে দেখ সতি প্রখর তপনে,
ধান কাটে চাষা মাঠেতে যতনে,
হৃদয়ের পানে চাহে ঘনে ঘনে,
দেখিতে তোমার রূপ গো সরলে ;

ফিরিয়া যে চাষা আসিতেছে ঘর,
মাথে করি ধান—ক্লান্ত কলেবর,
পড়িতেছে ঘাম্ দর্ দর্ দর্,
যাও গো সে ঘাম্ মুছাও অঞ্চলে।

(৪৫)

তা যদি না যাও যাও তবে তুমি,
ত্যাজিয়া গো সতি এ ভারত ভূমি,
যেখানে মানস যাও তবে তুমি,
পার হয়ে শীঘ্র ভারত সাগর ;

কি কায এখন ও বিধুবদনে,
কি কায এখন প্রেম আলাপনে,
বিষম নিগড় পড়েছে চরণে,
কারাগারে আমি ভবন ভিতর।

(৪৬)

জননীর কণ্ঠে লৌহহার যার,
প্রণয় মালিকা গলে দোলে তার!
ছিছিছি সাজেনা এসময়ে আর
কমলিনী—কান্ত—কোমল জীবন ;

দাবানল দগ্ধ হরিণীর মত,
আজি গো সুন্দরি বর্ষ শপ্ত শত,
ছটফটি হায় ভ্রমিছে ভারত,
শীতল সলিলে জুড়াতে জীবন।

(৪৭)

হায়রে বিধাত ঃ কত কাল আর,
একাল আগুণ বক্ষস্থলে মার
রবে প্রজ্বলিত ? বল একবার
কজন মরিলে বাঁচিবে ভারত ?

বাঁচিবে কি হায়! মুমুর্ষু পরাণ,
ভারতের ভাগ্যে হবে পরিত্রাণ ?
না হয় হোক্ এ ভারত শশ্মান,
নিশান থাকিবে চিরদিন মত।

(৪৮)

কি সুখের চিন্তা! এই গঙ্গাজলে,
তরণীতে যাবে বিদেশীর দলে,
সম্ভাষি নাবিক কহিবে সকলে
‘এই সে ভারত হয়েছে শশ্মান”

“বহুদিন সহি যন্ত্রনা অপার,
জননীর দুঃখ নয়নেতে আর
না পারি দেখিতে, হায়রে ইহার
কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান।”

(৪৯)

এই মহাবাক্য লিখিবে লেখনী,
ক’বে ইতিহাস শুনিবে ধরনী,
শিখরে শিখরে হবে প্রতিধ্বনি,
“কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান”—

হায়রে সেদিন কাল পঞ্জিকায়,
কোথা লিখা আছে কে দেখিতে পায়,
কে দেখিতে পায় বিধির ইচ্ছায়
ক’বে ভারতের জুড়াবে পরাণ!

কমলেকামিনী।

(৫০)

এসময়ে কেন হৃদয় মোহিনি,
প্রণয় কমলে তুমি প্রণয়িনি ?
এসময়ে সতি চিত্ত-বিনোদিনি
ভারত তোমায় হইবে ত্যজিতে ;

একান্ত যদি না ত্যজিবে ভারত
এস তবে দুঁহে গাই অবিরত,
পিঞ্জরে আবদ্ধ শুক শারি মত,
এভারতে কেহ পারেনা মরিতে ”